সংকট মোকাবিলায় রাজ্যের হাত মজবুত করতে হবে

পরিস্থিতিরি মোকাবিলায় রাজ্যকে বাড়তি ঋণ নিতে হচ্ছে এবং তার জন্য চড়া অঙ্কের সুদ গুনতে হচ্ছে। কেরালার অর্থমন্ত্রী থমাস আইজাক জানিয়েছেন,রাজ্য উন্নয়ন খাতে যখন তাঁরা ৬০০০ কোটি টাকা ঋণ নিতে চাইলেন,তখন ঐ ঋণের জন্য ৮.৯৬ শতাংশ হারে সুদ চাওয়া হল। এই ধরনের ঘটনা রাজ্যগুলিকে ঋণের ফাঁদে ফেলে ডুবিয়ে দেবে, তিনি জানলেন। তিনি দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারকে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে অনুমতি দেওয়া হোক।

ভারতে কোভিড -১৯ এর মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ,কারণ এই লড়াইকে কার্যকরী করার জন্য ব্যয়ভার ও জনবল মোতায়েন করার মূল দায়িত্ব রাজ্যগুলির উপরেই ন্যস্ত। দেশজোড়া তালাবন্দি এখন চতুর্থ সপ্তাহে প্রবেশ করেছে। এই সময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজনীয় ব্যাপ্তি বাড়ানো থেকে শুরু করে শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বিনামূল্যে বিতরণ এবং তাঁদের আর্থিক সহায়তা প্রদান পর্যন্ত সবগুলি কাজই সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হচ্ছে রাজ্যগুলোকে।

কিন্তু এই কাজে রাজ্যগুলির জন্য বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে অর্থের অপ্রতুল জোগান। তালাবন্দির প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকার যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে,তাতে রাজ্যগুলির জন্য কোনো বাড়তি অর্থের ব্যবস্থা নেই। ঐ প্যাকেজের অর্ধেকের চেয়ে বেশি অংশই চলতি বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যেমন প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনায় ২০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা ইত্যাদি। রাজ্যগুলির কাছে এখন পর্যন্ত যতটুকু আর্থিক সহায়তা পৌঁছেছে , তা হল জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অন্তর্গত রাজ্যের পাওনা এবং জি এস টি-র বকেয়া পাওনার কিছু অংশ।

কোভিড-১৯ মহামারির মোকাবিলায় শুধু যে রাজ্যগুলিকে কোনো বাড়তি অর্থ দেওয়া হয়নি তা নয়, ঐ সঙ্গে বিভিন্ন খাতে রাজ্যগুলির পাওনা অর্থও আটকে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি বৃহৎ পাওনা হচ্ছে জি এস টি-র অংশ ,যার অন্তর্গত কমপক্ষে গত দু'মাসের প্রাপ্য অর্থ আটকে রাখা হয়েছে এবং এম জি এন আর ই জি এস এর অন্তর্গত রাজ্যের পাওনা কয়েক হাজার কোটি টাকা।

রাজ্য সরকারকে যে এখন প্রায় আক্ষরিক অর্থে হাত পেতে রাজ্য চালাতে হচ্ছে, করোনা সংকটের ফলে সেই রূঢ় বাস্তবটুকু নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রাজ্যের হাতে যেটুকুই অর্থবল ও ক্ষমতা ছিল, সেটুকুও অর্থ ও ক্ষমতার নিরবচ্ছিন্ন কেন্দ্রীকরণের ফলে হাপিস হয়ে গেছে। জি এস টি চালু হওয়ার ফলে একদিকে যেমন রাজ্যে হাতে থাকা পণ্যের উপর কর আরোপ করার ক্ষমতা বিলুপ্ত হল, অন্যদিকে করের হার নির্ধারণেও রাজ্যে মতামতের পরিসর সংকীর্ণ হয়ে এল ,কারণ জি এস টি কাউন্সিলের কর্তৃত্ব পুরোপুরি কেন্দ্রের হাতে রয়েছে। এর পাশাপাশি ,সর্বক্ষেত্রে বর্তমান মোদি সরকারের কর্তৃত্ববাদী ভূমিকার ফলে রাজ্যে ভূমিকা এখন অনেকটাই কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী সুবেদারের মতো।

কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক ও অতিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়, যখন কোম্পানিগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা ব্যয় (Corporate sosial responsibility বা CSR) মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হল। এই সি এস আর খাতে দান গ্রহণ করার অনুমোদন পেয়েছে শুধুমাত্র একটি তহবিল— অতি সম্প্রতি গঠিত 'পি এম কেয়ারস' তহবিল। এমনকি কোভিড সম্পর্কিত সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রেও রাজ্যের সঙ্গে বৈষম্যের আচরণ হয়ে চলেছে।

আমরা দেখেছি, একের পর এক কেন্দ্রীয় সরকার যেসব নয়াউদারবাদী আর্থিক নীতি গ্রহণ করে চলেছে তাতে শুধুমাত্র পুঁজির স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে। সেই লক্ষ্যে রাজকোষ ঘাটতির ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের জন্যই খুব কঠোর ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর্থিক দায়বদ্ধতা ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন (FRBM Act) অনুসারে রাজ্যের ব্যয় তার সর্বমোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের. (Gross domestic product বা G D P) তিন শতাংশের বেশি হতে পারবে না। কেন্দ্র যখন রাজকোষ ঘাটতির কঠোর ঊর্ধ্বসীমা নমনীয় করার ক্ষেত্রে অনীহা দেখাচ্ছে, তখন রাজ্যের কাছে অধিক ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

এই প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও অনেক রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্যাকেজের তুলনায় বৃহত্তর ও কার্যকরী প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দুঃস্থ মানুষের জন্য নগদ হস্তান্তর, রেশনের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য বিতরণ,পেনশন ও অন্যান্য সুবিধাগুলির আগাম হস্তান্তর এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য খাদ্য ও আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা। এত সব উদ্যোগের জন্য যে বাড়তি ব্যয় করতে হচ্ছে রাজ্যকে, তার জন্য বাড়তি অর্থের তো জোগান নেইই, উপরন্তু রাজস্ব আদায়ও ঘাটতির দিকে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্য না পাওয়ায় বেশ কিছু রাজ্যকে কর্মচারীদের বেতন কমাতে হচ্ছে এবং উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

পরিস্থিতির মোকাবিলায় বাধ্য হয়ে রাজ্যকে বাড়তি ঋণ নিতে হচ্ছে, এবং তার জন্য চড়া অঙ্কের সুদ গুনতে হচ্ছে। কেরালার অর্থমন্ত্রী থমাস আইজাক জানিয়েছেন,রাজ্য উন্নয়ন খাতে যখন তাঁরা ৬০০০ কোটি টাকা ঋণ নিতে চাইলেন,তখন ঐ ঋণের জন্য ৮.৯৬ শতাংশ হারে সুদ চাওয়া হল। এই ধরনের ঘটনা রাজ্যগুলিকে ঋণের ফাঁদে ফেলে ডুবিয়ে দেবে, তিনি জানালেন। তিনি দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারকে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে অনুমতি দেওয়া হোক।

গত ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে যে ভিডিও কনফারেন্স করলেন,তাতে সকল মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আর্থিক পরিসর বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু সেই সম্মিলিত অনুরোধে সাড়া না দিয়ে কেন্দ্র বরং আরো ১৯ দিনের জন্য তালাবন্দি বাড়িয়ে দিল।

কোভিড মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশ এখন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসে পৌঁছেছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় যদি এখনই রাজ্যগুলিকে যথাযথ সহায়তা দিয়ে রাজ্যের হাত মজবুত না করা হয়, তবে আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে প্রভূত ক্ষতিসাধন হতে পারে।

আর দেরি না করে কেন্দ্রকে এখনই কিছু কিছু বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। সেগুলি হল— রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ ,কোভিড-১৯ মোকাবিলায় রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান, রাজ্যের ঋণ গ্রহণের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে রাজ্যের জি ডি পি-র ৫ শতাংশে তোলা, রাজ্যগুলিকে সরাসরি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি প্রদান এবং বিভিন্ন খাতে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থ অনতিবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া।

মোদি সরকারের বোঝা দরকার, কোভিড-১৯ মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই জেতার আশা করতে হলে রাজ্যকে পূর্ণ সহযোগিতা ও সহায়তা দিতে হবে।

(সৌজন্য: পিপলস ডেমোক্রেসি---- সম্পাদকীয়, ১৩-১৯ এপ্রিল,২০২০)